দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 23 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ নিষিদ্ধ নোট বই

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ভুর্লে পরিপুর্ণ নিম্নমানের বইয়ের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে। এর ফলে শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভিত্তি পঙ্গু হচ্ছে। সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হলেও ২য় শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাসের অর্থ বই রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশেই পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৮০ সালের ৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে শিক্ষাক্রম ও স্কুল টেকস্ট বুক রোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২য় শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সমুদয় পাঠ্য বইয়ের নোট মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানী ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে, দেশের লাখ লাখ কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যা শিক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। বাজারে নোট নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের নোট বই বন্ধ হয়ে যায়। এর পরিবর্তে বাজার দখল করে বেনামী প্রকাশকদের নিম্নমানের নোট বই। এসব বইয়ে তথ্যগত ভুল যেমন অহরহ চোখে পড়ে তেমনি বইয়ের ছাপা থাকে পাঠের অনুপযোগী। এসব বইয়ে কোন নাম ঠিকানা লেখা থাকে না। রাজধানী ঢাকার বইয়ের কেন্দ্রস্থল বাংলাবাজারে প্রায় দিন পুলিশের তৎপরতা দেখা যায়। বই আটকসহ গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটে। তাতে কি কালো বাজারে নোট ব্যবসায়ীদের নোট বই ব্যবসা বন্ধ হয়েছে? মোটেই হয়নি। এছাড়াও ঢাকা শহরের অন্যান্য এলাকায় বইয়ের দোকানগুলোতেও নোট বই অহরহ বিক্রি হয়। গ্রামাঞ্চলে বোর্ডের বইয়ের সাথে নোট বই কিনতে বাধ্য করে। নোট বই নিষিদ্ধ করার আগে বাজারে প্রচলিত উন্নতমানের নোট বইয়ের দাম; প্রকাশকদের একটি কমিটি নির্ধারণ করে দিত এবং এক ধরনের প্রতিযোগিতা থাকার কারণে মানের দিকেও প্রকাশকরা মনোযোগ দিতে বাধ্য হত। অবৈধভাবে প্রকাশিত নোট বইয়ের মানের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই যে, যেভাবেই পারেন দাম লিখে রাখেন। আর ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের দর দাম করারও কোন উপায় থাকে না। কেননা ছাপা থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্তরেই এসব বই গোপনে ক্রয় বিক্রয় করতে হয়। কাজেই কোন কথা বলার সুযোগ থাকে না। আইন প্রণীত হওয়ার পর একদিকে কোন অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা লেখক যেমন অর্থ বই লিখছেন না, অপরদিকে তেমনি সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোও অর্থ বই প্রকাশনার কাজ থেকে বিরত রয়েছে। পরিস্থিতির এই সুযোগ গ্রহণ করে একশ্রেণীর ভুঁইফোঁড় ও মুনাফাখোর ব্যক্তি অতি নিকৃষ্টমানের নোট বই ছেপে কল্পনাতীত উঁচু মূল্যে তা বাজারজাত করছে এবং ভবিষ্যত বংসধরদের সর্বনাশ করছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ নোট বই নিষিদ্ধ করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মূল বই থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারে সে জন্য সার সংক্ষেপের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এর পরও নোট বইয়ের প্রচলন কোন অংশে কমেনি। সুধী মহলের ধারণা, অর্থ বই এভাবে একবার নিষিদ্ধ এবং পরে তা রহিত করার মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং বাস্তব অবস্থাকে গভীরভাবে চিন্তা করে এমনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে নিম্নমানের অর্থ বইয়ের কবল থেকে শিশু-কিশোর ছাত্র-ছাত্রীরা রেহাই পায়। অপরদিকে প্রাইভেট শিক্ষক না রেখেও দরিদ্র জনগণের সন্তানরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে। এ ব্যাপারে নোট বই প্রকাশের সুযোগ দিয়ে বইয়ের দাম ও মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

—মোঃ ওয়াহেদ মুন্সী

পর্দাপ্রথা ও সহ শিক্ষা

গত ৩ ফাল্গুন দৈনিক ইনকিলাবের শিক্ষাঙ্গন কলামে ঢালী হেলেনের 'সহশিক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধটি মনযোগসহকারে পড়লাম। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর লেখা প্রবন্ধটি বেশ ভাল। তবে সহশিক্ষার ব্যাপারে লেখকের সাথে একমত হতে পারলাম না। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে নারীশিক্ষার যথেষ্ট তাগিদ থাকলেও সহশিক্ষার উল্লেখ কোথাও নেই। নিবন্ধকার বলেছেন, "ইসলামের বিধানমাফিক পর্দাপ্রথা বজায় রেখে সহশিক্ষা কি পাপ"? ইসলামী বিধানমাফিক পর্দাপ্রথা বজায় থাকলে সেখানে সহশিক্ষার প্রশ্নই আসে না। নিবন্ধকার আরো বলেছেন, "সহশিক্ষার ফলে ছেলে-মেয়েরা বিনয়ী হয়, একে অপরকে বুঝতে শিখে এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক সৃষ্টির সহায়ক হয়"।

আসলে কি সত্যই সহশিক্ষা উক্ত বিষয়ে সহায়ক না এর বিপরীত? তিনি আরো লিখেছেন, "শহরের তুলনায় গ্রামে সহশিক্ষা কম অথচ নৈতিক অবক্ষয় বেশী"। সবশেষে তিনি বলেছেন, "সহশিক্ষার বিরোধিতা করে নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ"। নিবন্ধকার অনেকটা অতিরিক্ত উক্তি করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভুল যুক্তি দেখিয়ে নিজের কোন কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণ করতে চেয়েছেন বই আর কিছুই নয়। আমাদের এ ঢাকা শহরে বহু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচলন রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, সেখানে কি হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বাসা বা ছাত্রাবাস থেকে ক্লাসের নাম করে ঠিকই আসে, তবে তাদেরকে ক্লাসে নয়— লাইব্রেরীর পেছনে, কোন গাছের ছায়ায়, কোন রেস্তোরাঁয়, কোন পার্কে অথবা বোটানীক্যাল গার্ডেনে যুগলভাবে বসে গল্প করতে দেখা যায়।

এটা কি নৈতিক বা চারিত্রিক অবক্ষয় এবং সহশিক্ষার ফল নয়?

আমাদের দেশের কথা না হয় বাদ দিলাম, উন্নত দেশের কথাই ধরা যাক। সেখানে কি হচ্ছে তা দেখা যাক। "অবৈধ গর্ভপাত করতে গিয়ে ভারতে প্রতিবছর ৬ লাখ রমণী প্রাণ হারায়।" (মাসিক গণস্বাস্থ্য, ফাল্গুন ১৩৯২)। "আফ্রিকার কেনিয়ায় সর্বকনিষ্ঠ মাতার বয়স ৯ বছর। রাজধানী নাইরোবীতে মাতৃসদনে যারা সন্তান প্রসবের জন্য ভর্তি হয় তার ২০% কুমারী মাতা। অধিকাংশ স্কুল ছাত্রী। স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম বছরেই (৬ষ্ঠ শ্রেণীতে). অন্তঃসত্ত্বা হয়।" (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ বৈশাখ ১৩৯৩)।

"বৃটেনে প্রতি পাঁচটি সদ্যজাত শিশুর একটি জারজ এবং প্রতি তিনটি শিশুর একটি পিতামাতার বিয়ের পূর্বে জন্মে। ১৯৮৫ সালে ১,২৬,০০০টি জারজ এবং ২,৬৩,০০০টি পিতামাতার বিয়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে।" (১৫ জুলাই ১৯৮৬, এএফপি)। এসবকি সহশিক্ষা বা সহ অবস্থানের ফল নয়? বাংলাদেশে বর্তমানে মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য বহু স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজও রয়েছে। তাছাড়া বহু মহিলা মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে কি নারীশিক্ষার প্রসার লাভ সম্ভব নয়? এরপরও কি নারী শিক্ষার জন্য সহশিক্ষার প্রয়োজন? আশাকরি নিবন্ধকার এ থেকে সঠিক ও বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন।

—খন্দকার মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর,
গ্রাম+ডাকঃ বড় বিঘাই,
জেলাঃ বরগুনা।